উপসহার

জীবন অভিজ্ঞতার বিচিত্র অনুভূতি স্থান পায় ছোটগল্পে। তাই ছোটগল্পের অন্দরে প্রবেশ করলে অনেক অভিজ্ঞতাই সামিল হয়। বিশ শতকে যে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল তার রক্তক্ষয়ী পরিণাম পঞ্চাশ পরবর্তী বা সমকালীন সময়ে থমকে দাঁড়িয়ে এক ভয়াবহ আকারে এসে উপস্থিত হয়। এ সময়ের কঠিন পরিস্থিতির তবু বহমান যুগের বাংলা সাহিত্য থেমে থাকে নি, বেশ কিছু নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার পরও সাহিত্যচর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। পূর্ববর্তী গল্পকারদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া ইমেজকে ভেঙে তাঁরা তৎকালীন সময় থেকে বাংলা ছোটগল্পকে এক নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে গল্পকার দেবেশ রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি খুব কাছ থেকে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মতো এই দেশ ও সময়কে আপন কল্পনায় জাড়িত করে নানাভাবে রচনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। বিভিন্ন সময়ের পরিসরে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প সমগ্র প্রকাশিত হয়। যেমন—'গল্পসমগ্র', ১ম খণ্ড (১৯৫৫-১৯৬১), 'গল্পসমগ্র', ২য় খণ্ড (১৯৬২-১৯৬৭), 'গল্পসমগ্র', ৩য় খণ্ড (১৯৬৮-১৯৭৭), 'গল্পসমগ্র', ৪র্থ খণ্ড (১৯৭৮-১৯৮৫), 'গল্পসমগ্র', ৫ম খণ্ড (১৯৮৭-১৯৯৪), 'গল্পসমগ্র', ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৯৫-৯৮)। 'গল্পসমগ্র ১ম' -এ দেখতে পাই মনস্তত্ত্বমূলক সংকটের একটি তীব্র চিত্র। একাকীত্ব, শূন্যতা, আত্মহত্যা প্রবণতা, দাম্পত্যমূলক সংকট বা তার মধ্যে প্রেম অন্বেষণের মধ্যদিয়ে বাস্তবতার উর্দ্ধে বেঁচে থাকার ভাবনা এক বা একাধিক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনের গল্পগুলি থেকেই দেবেশ রায়কে একজন পরিণত গল্পকার বলেই মনে হয়। 'হাঁড়কাটা' গল্প বা 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'কলকাতা ও গোপাল' প্রভৃতি গল্পে গল্পকার দেবেশ তাঁর নিজস্ব রচনা দক্ষতার পরিচয় দিতে সিদ্বহস্ত। এরপর 'গল্পসমগ্র ২য়' গল্পটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তাঁর পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এ-খণ্ডে রাজনৈতিক বাতাবরণমূলক আবহ সৃষ্টি করে তিনি তৎকালীন সময়ের প্রকৃত চিত্রকে অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রনৈতিক গতিবিধির উচ্চ আসনে বসে নিম্নশ্রেণির সাধারণ ভাগ্যলিপি নিয়ে তাদের শাসন কোথাও যেন মানবিকতার উর্দ্ধে গিয়ে দেশ-কাল-সমাজের কঠিন ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায় তারা। রাজনৈতিক কৌশল, ধ্যান-ধারণার

আবর্তে দেবেশ রায় নিজেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন বলে খুব ভাল করেই জানেন এর প্রকৃত সুখ ও মুখোশের আদল। তাই গল্পে সেগুলোকে পুনরায় ফুটিয়ে তুলতে তাঁর খুব একটা অসুবিধা হয়নি। বারোটি গল্পের সমাহার নিয়ে তাঁর 'গল্পসমগ্র ৩য়' প্রকাশিত গল্পগুলোতে ব্যক্তির নিজের সাথে নিজের সংঘাত, সেখান থেকে বেঁচে ফেরার ইচ্ছের পরিবর্তে, ইচ্ছামৃত্যুর প্রর্থনাই যেন তার কাছে পরম বাসনা হয়ে ওঠে। আবার জেল জীবনের চার দেওয়ালের প্রাচীর সরিয়ে বাঁচার তীব্র ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়ের বহুবিধ জীবন এখানে আশ্রয় পেয়েছে। দেবেশ রায়ের বহুবিধ জীবন দেখার অভিজ্ঞতা থেকে এক একটি গল্প নিজের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। যেখানে মানুষ জীবনের মূল্য খুঁজে না পেয়ে জীবন অর্থহীন করে তোলে আবার অর্থহীন জীবনের। যখন আলো খুঁজে পায় বাঁচার তখন তার রূপ আর এক রকম। দেবেশ রায় একই সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার তাগিদ বোধহয় এসময় বেশি করে প্রত্যক্ষ করলেন। বলতে দ্বিধা নেই, এসময় তিনি ছোটগল্প নিয়ে যত ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন তাতে তিনি সমানভাবে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। পরবর্তী খণ্ড অর্থাৎ 'গল্পসমগ্র ৪র্থ' খণ্ডে দেবেশ রায়ের ছোটগল্প নিয়ে গতিবিধি একই রকমভাবে লক্ষণীয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা সব সময় নিজের সাথে চলে একথা তখনই আরও বেশি করে ভেসে ওঠে যখন মানুষ আপন অনুকূল স্রোত হারিয়ে প্রতিকূল স্রোতে ভাসতে থাকে। সময়ও বড় নির্মমভাবে হাজির হয়। এ-পর্বের 'উচ্ছেদের পর', 'জোতজমি', 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি', 'সুখের সত্যমিথ্যা' প্রভৃতি গল্পে উল্লেখিত বিষয়গুলির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেশ রায় শুধু ছোটগল্পকার হিসাবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, একজন সার্থক উপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক হিসাবেও যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে অন্যান্য পাশাপাশি তাঁর গল্পচর্চার গতিপথেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 'গল্পসমগ্র ৫ম' খণ্ডে ভাবনার জগতেও গল্পকার বেশ কিছু নতুন নতুন উপাদানে সংযোগ ঘটালেন। আধুনিক যুগের একটি অন্যতম উপহার বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন জগতের গভীর জগতে প্রবেশ করে দেখতে পাই তাদের সম্মোহন কৌশলে ক্ষতিকর দিকগুলোর কত দীর্ঘ তালিকা। নতুন প্রজন্মের ওপর এর প্রভাব মোটেই ভাল নয় তার চিত্র লক্ষ্য করা যায় এখানে। এবং বিজ্ঞাপন ধ্রুপদী সৃষ্টির অধিকারে কীভাবে থাবা বসায় তার চিত্রও এখানে লক্ষণীয়। মানুষ

পরিবারিক জীবনের যৌথ পরিবেশ থেকে ছিটকে ছিটকে হয়ে পড়ছে একা। এই একাকীত্ব নিয়ে বাঁচার ভয়ঙ্কর দিকগুলোও বিভিন্ন গল্পে রূপায়িত। এছাড়াও বিবিধ পর্যায়ের বিষয় ভাবনা নিয়ে রচিত গল্পের উপস্থিতিও এখানে যথেষ্ট পরিমানে লক্ষ্য করার মতো। এ যাবৎ কাল তাঁর সর্বশেষ 'গল্পসমগ্র ৬ষ্ঠ' খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তিনি এখনও পর্যন্ত অন্যান্য সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ছোটগল্পচর্চা করে চলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু গল্প বাংলা সাহিত্যে স্থান পাবে বলে আশা রাখি। শেষ খণ্ডেও দেবেশ রায় একই রকমভাবে সাহিত্যচর্চায় নতুন করে অনেক আয়োজন তুলে ধরেছেন। তথ্যসমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর উপস্থিতি, এ গল্পগুলিতে উপস্থিত থাকার ফলে ছোটগল্পের প্রকৃত রস খুঁজে পাওয়া যায় এবং গল্প প্রকৃতি সেখানে অনেকটা বুননে ঠাসা। কোনো কোনো গল্প প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতায় গড়া বলে গল্পগুলির আবেদন মানবিক হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের নিম্নবর্গের জীবন চিত্র ও একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাব-ভাষা নির্মাণে অপরাপর ছোটগল্পকার হতে তাঁকে সহজেই পৃথক করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের আবর্তে গড়ে ওঠা এ সকল গল্পে শুধু ব্যক্তি অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নয় বরং সময়ের বয়ে চলা পরিস্থিতিতে সামাজিক সংকট, কঠিন অবস্থা, অনৈতিকতা, রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ভয়ঙ্কর দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই দেবেশ রায়ের গল্পের বিষয় সাধারণ অবয়বে নির্মিত তবে এর নির্মাণ কৌশলে রয়েছে ব্যতিক্রমী সংযোগের সমাহার।

দেবেশ রায়ের ছোটগল্পে শিল্পরূপ সম্পর্কিত ধারণা বহুমুখী। বৈচিত্র্যময় ও স্বতন্ত্র শিল্পের সমাবেশে আপন কল্পনা প্রয়োগে তিনি নিঃসন্দেহে মৌলিকতার দাবিদার। তাঁর গল্পের পরিসরে শিল্প উপাদানের কোন অভাব এ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর গভীর অনুশীলন ক্ষমতা এবং নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্বাচন শক্তির পরচয় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা একজন গল্পকারের ভাবনায় পাওয়া যায় বিচিত্র রস। দেবেশ রায়ের রয়েছে ব্যক্তি জীবনের ভাষাজ্ঞান, অনুকূল প্রতিকূল সমান দুই অভিজ্ঞতা, প্রকাশভঙ্গির কৌশলে তিনি সমস্ত গল্পকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে পূর্ণতা দান করেছেন। গল্পের দীর্ঘ যাত্রার ইতিহাসে প্রবাহমান বিন্যাস, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যথাযথ বিশ্লেষণ ও ব্যবহার দেবেশ রায়কে একজন রসজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং সৃষ্টিশীল বা আত্মিক স্রষ্টা হিসাবে

বাংলা সাহিত্যে পরিচয় করিয়ে দেয়।

দেবেশ রায় সময়ের নির্দিষ্ট গতিতে প্রথম গল্পকার জীবন থেকে বর্তমানকাল অবধি সময় উপযোগী রচনায় বেশি করে মনোযোগী হয়েছেন। জীবনের প্রথম দিকগুলিতে তাঁর গল্প রচনার যে ধারাবাহিক প্রকাশ লক্ষ করি, তার মন্থর গতি বর্তমানে লক্ষ করা যায়। তবে গল্পের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে গল্পকে গল্প হিসাবে সার্থকতায় পৌঁছে দেওয়া দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী-এর জন্য দেবেশ রায়কে বাংলা ছোটগল্পে শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের বিশিষ্ট আসনে রেখে তাঁকে অবলীলায় ভূষিত করা যায়। বহুদিন ধরে গল্প লিখে তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে নিজস্ব পৃথিবী গড়তে পেরেছেন তা উত্তর সূরিদের কাছে অবশ্যই অনুসরণের মসৃণ পথ হিসাবে চিহ্নিত। এখানেই গল্পকার দেবেশ রায়ের পরম প্রাপ্তি এবং সার্থকতা বলে মনে করি।